গ্যাস দিয়ে সেচকাজ

বছরে সাশ্রয় ১ হাজার ৮৪৪ কোটি

মামুন রহমান, *ঝিনাইদহ থেকে ফিরে*

চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে সারা দেশে সেচকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একদিকে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি আবার সেই সঙ্গে সংকট আর বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বলা যায়, বিষয়টি নিয়ে গোটা দেশের কৃষক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। রোপণকৃত ধান সুষ্ঠুভাবে ঘরে তুলতে পারবেন কি না, আর শেষ পর্যন্ত পারলেও হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর কৃষি ও সেচের অগ্নিমূল্য পরিশোধ করে তারা আদৌ লাভের মুখ দেখতে পারবেন কি না তা নিয়েও রয়েছেন সংশয়ে। অথচ ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন কৃষক রয়েছেন দুশ্চিন্তামুক্ত। তারা বলছেন, 'লাভ তাদের হবেই। ফলন যা-ই হোক, মৌসুম শেষে প্রতি ২৫ বিঘা জমিতে তাদের শুধু সেচ খাতে সাশ্রয় হবে ১০ হাজার ৬০০ টাকা। কারণ, তারা সেচকাজ চালাচ্ছেন এলপি গ্যাস দিয়ে। নিজস্ব প্রযুক্তিতে তারা গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে শ্যালোমেশিনের সংযোগ ঘটিয়ে অনায়াসে সেচকাজ চালাচ্ছেন। যে কারণে সেচের জন্য তাদের ডিজেল আর বিদ্যুৎ ঘাটতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। ইচ্ছামতো জমিতে পানি দিতে পারছেন। সেই সঙ্গে অর্থও সাশ্রয় হচ্ছে।' আর এ থেকে বিদ্যুৎ ও ডিজেলের সংকট মোকাবেলার পাশাপাশি সেচ খরচ বাচানোরও বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়েছে। শৈলকুপার কৃষকরা যা করেছেন এ পদ্ধতি যদি আরো উন্নত করা যায় তাহলে সেচকাজে শত শত কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। সাশ্রয় হবে ডিজেল ও বিদ্যুতের। তাহলে সেচ মৌসুমে যে ভয়াবহ লোডশেডিং হয়, তা থেকেও জাতি অনেকাংশে রেহাই পাবে। ডিজেলের জন্যও আর সেচকাজ ব্যাহত হবে না।

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল মনোহরপুর। ঐ অঞ্চলের একটি গ্রাম হাজরামিনা। ঐ গ্রামের কৃষক আব্দুল খালেক তার শ্যালোমেশিন চালাচ্ছেন এলপি গ্যাস দিয়ে। এতে তিনি বেশ লাভবানও হচ্ছেন। আর এ কাজটি করে তিনি রীতিমতো

এলপি গ্যাসে চলছে সেচকাজ

হইচই ফেলে দিয়েছেন। প্রায়ই তার বাড়িতে যাচ্ছেন সাংবাদিক, কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা ছাড়াও শ্যালো মালিকরা। ১৮ ফেব্রুয়ারি কথা হয় আব্দুল খালেকের সঙ্গে। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, গ্যাস দিয়ে সেচকাজ অত্যন্ত লাভজনক। একটি শ্যালোমেশিন দিয়ে ২৫ থেকে ৩০ বিঘা পর্যন্ত জমিতে সেচ দেয়া যায়। তার একটি শ্যালো দিয়ে ২৫ বিঘা জমিতে নিয়মিত পানি দিচ্ছেন। সেচের জন্য তিনি ডিজেলের পরিবর্তে ব্যবহার করছেন এলপি গ্যাস। গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে পাইপের সাহায্যে শ্যালো মেশিনের সংযোগ ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে সেচকাজ চালাচ্ছেন। এ জন্য তার অতিরিক্ত খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার টাকা। তবে এর মধ্যে মৌসুম শেষে তিনি যখন কোম্পানিকে গ্যাস সিলিন্ডার ফেরত দেবেন, তখন ১৮০০ টাকা ফেরত পাবেন। অর্থাৎ প্রকৃত খরচ হবে ২ হাজার ৭০০ টাকা। এক সিলিন্ডার গ্যাস ৭০০ টাকা, সামান্য যন্ত্রাংশ ও মিস্ত্রি খরচ বাবদ এই ২ হাজার ৭০০ টাকা খরচ হবে। আর এ কাজটি করতে পারলেই ২৫ বিঘা জমিতে সেচ খরচ সাশ্রয় হবে কমপক্ষে ১০ হাজার ৬০০ টাকা। খরচের হিসাব দিয়ে কৃষক আব্দুল খালেক জানান, বর্তমানে প্রতি লিটার ডিজেল বিক্রি হচ্ছে ৩২ টাকা করে। ১ লিটার তেলে সেচকাজ চলে ১ ঘন্টা। সেখানে ৭০০ টাকা দিয়ে এক সিলিন্ডার (১২ কেজি গ্যাস) গ্যাস কিনে শ্যালোমেশিন চালালে চলছে ৮০ থেকে ৮৫ ঘন্টা। অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় খরচ হচ্ছে মাত্র ৮ টাকা ৭৫ পয়সা। তবে গ্যাসের পাশাপাশি ইঞ্জিন ভালো রাখতে পৃথকভাবে ডিজেলও ব্যবহার করা হচ্ছে। এ জন্য এক সিলিন্ডার গ্যাসের পাশাপাশি লাগছে ২৫ লিটার ডিজেল। যার মূল্য ৮০০ টাকা। অর্থাৎ মোট খরচ হচ্ছে (৭০০+৮০০) ১৫০০ টাকা। এ টাকায় ৮০ থেকে ৮৫ ঘন্টা সেচকাজ চালানো যাচ্ছে, যা ডিজেল দিয়ে করতে হলে খরচ পড়তো ২ হাজার ৫৬০ থেকে ২ হাজার ৭২০ টাকা। সেই হিসাবে ২৫ বিঘা জমিতে প্রতি ৮০ ঘন্টায় আব্দুল খালেকের সাশ্রয় হচ্ছে ১ হাজার ৬০ টাকা। কারণ তিনি জানান, এক সিলিন্ডারে তার মেশিন চলছে ৮০ ঘন্টা। রোপণকৃত ধান উঠতে তার মোট ১০ সিলিন্ডার গ্যাস লাগবে। সেই হিসাবে মৌসুম শেষে তার সাশ্রয় হবে (১০৬০১০) ১০ হাজার ৬০০ টাকা। এ কাজটি করে তিনি শুধু অর্থের নয়, ডিজেলেরও সাশ্রয় করছেন। কারণ গ্যাস ব্যবহার না করলে তাকে পুরো মৌসুমে অন্তত ৮০০ ঘন্টা মেশিন চালাতে হতো ডিজেল দিয়েই। আর সে জন্য দরকার পড়তো ৮০০ লিটার ডিজেল।

এদিকে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক হইচই পড়ে গেছে এলাকায়। চাষীদের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারাও খোঁজখবর নিচ্ছেন। কারণ ডিজেলের ব্যবহার আর খরচ কমানোর দারুণ এক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে পদ্ধতিটি। চলমান হিসাবে এ পদ্ধতিতে চাষ করলে বর্তমানে প্রতি বিঘায় খরচ কমবে ৪২৪ টাকা। আর প্রতি হেক্টরে ৩ হাজার ১৮০ টাকা। দেশে ৫৮ লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায় রয়েছে, যা সেচের মাধ্যমেই চাষ করা হয়। ঐ সমস্ত জমি যদি গ্যাসের সাহায্যে সেচ দেয়া যায় তাহলে বছরে সাশ্রয় হবে ১ হাজার ৮৪৪ কোটি টাকারও বেশি। অপরদিকে শুধু দেশের সেচকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন শ্যালোমেশিনগুলোও যদি গ্যাস দিয়ে চালানো যায়, তাহলেও বছরে সাশ্রয় হবে প্রায় ৯৫৪ কোটি টাকা।

এদিকে কৃষি বিভাগের একটি সূত্রে জানা গেছে, দেশে শুধু সেচকাজের জন্য প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ টন ডিজেল লাগে, যার মূল্য প্রায় ৬৪০ কোটি টাকা। গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে পারলে ডিজেলের ব্যবহার অনেকাংশে কমে যাবে। কৃষকরা আরও লাভবান হবেন। এগিয়ে যাবে দেশও।